শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথামৃত

প্রথমভাগ

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি জীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি জীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ,

মিঠাপুকুর রোড, বর্ধমান

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশত

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ
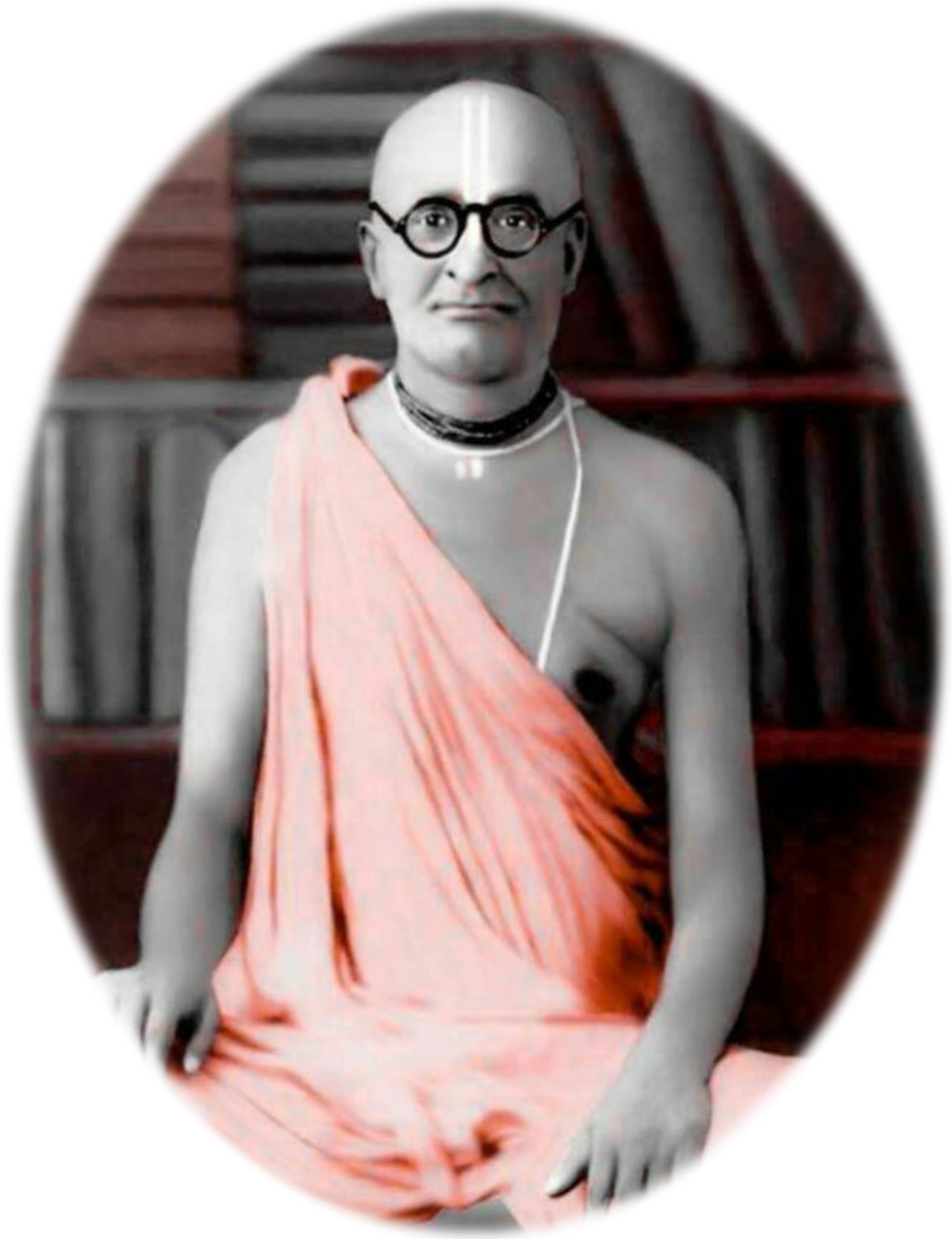
ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশত

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের সেবিত বিগ্রহ

শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গৌ শ্রী শ্রী রাধা-গোবিন্দ

শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব জীউ কী জয়!

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শুদ্ধ সাধু কে?

যাঁহারা শুদ্ধ সাধুগুরু বৈষ্ণবাশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের বাহিরের স্বভাব–জনিত বা শারীরিক কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা তাঁহার শুদ্ধ বৈষ্ণবতার কোন হানি হয় না।

'দৃষ্টৈ স্বভাব জনিতৈঃ' -------- শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ।

গঙ্গা জলে আবিলতা, কর্দ্দমাক্ততাদি যেমন ব্রহ্মদ্রবময়িত্ব নষ্ট করে না, তদ্রূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবের বাহ্য দোষাদি তাঁহার বৈষ্ণবতা নষ্ট করে না। যেমন---কোন বিশেষ দ্রব্য ভোজনের লোভ, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যাওয়া, কথা বলিতে বলিতে কোন মুদ্রা দোষ, অধিক ভোজন প্রিয়তা, শরীরের বিরূপতা, বিকলতা কার্পণ্যতা ইত্যাদি

দোষাদি যদি দেখাও যায় তবে তাঁহাকে সাধারণ অভক্ত বিষয়ীর সঙ্গে সমান রূপে দেখিলে অবশ্য নরকভাগী হইতে হইবে। যাঁহার সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে।"

স্থুল ও সুক্ষ্ম সুখ

"জাগতিক মনুষ্যগন স্থুল (দশ ইন্দ্রিয় জাত যে সুখ) ও সুক্ষ্ম (মন, বুদ্ধি, ও অহংজাত যে সুখ) ভোগের সৌন্দর্য্যটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু তার ক্ষতিকর দিকটা ভাবতে চায় না। সুতরাং মনুষ্যজীবনে এইরূপ ভোগ-বাসনা থেকেই নতুন নতুন দুঃখ উপস্থিত হয়।"

বাবাজী সমপ্রদায় ও গৌড়ীয় মঠ

'প্রতিবাদ- পত্র'

শ্রীমদ্ভাগবতে 'নেতৎ সমাচরেজজাতু মনসাপি' – ------এই শ্লোকের চিন্তা না করিয়া প্রাকৃত শরীরকে গোপীভাবে চিন্তা করিয়া সাধন করিতে গিয়া কতকগুলি অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিল। সাধারন শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বৈষ্ণব বলিতে জাতহারা, উচ্ছৃঙ্খল আখড়াবাসী, নেড়া-নেড়ী, বৈষ্ণব বৈরাগী বলিয়া ঘৃণা করিত। সেই সময়, সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই বৈষ্ণব সমাজে অভূত পরিবর্তন আনিলেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ নিজজন দ্বারা সমস্ত ভারত ও বিহির্বিশ্বে মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করিয়া এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজ পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগন তাহাদের চিরাচরিত আচরণ

ত্যাগ করিয়া ধূতি, পাঞ্জাবি, তিলক, শিখা, মালাদি ধারন করিয়া; স্ত্রীগন শাঁখা-সিন্দুর, তিলক মালাদি ধারন করিয়া এক অদ্ভুত পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বাবাজীগন হীনমন্যতায় ভুগিতেছিল। ঐসকল সহজিয়া মত পূর্ব্বে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রচারের দ্বারা নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঐসময় তাহারা গৌড়ীয় মঠের নিন্দা করিবার জন্য অতি উৎসাহিত হইয়া পরিল। ইহারা নাকি সিদ্ধ-প্রণালী বা সিদ্ধ মঞ্জুরী ভোজীর দল ! ইহাদের এই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, -------ইহারা কখনও বৈষ্ণবতার কোটি মাইলের মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহারা মহাজন কথিত---- "কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে।।"

এই বাণীর বীপরীত আচরণ করিতেছেন । বৈষ্ণব দর্শনে--- 'সকলেই কৃষ্ণভজে এই মাত্র জানে।'

যদি কখনও কোন বৈষ্ণব আচরণের বিরুদ্ধ দেখা যায় তাহা হইলে বৈষ্ণব নিজ ভক্তগনকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ঐ দোষগুলি না করিবার কিংবা তাহাদের সঙ্গ না করিবার উপদেশ দিতে পারেন; ইহা নিন্দা নয়। কিন্তু, ঢাক ঢোল পিটাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া যত্রতত্র একটি শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার চেষ্টা কিপ্রকারে বৈষ্ণবতা বলা যাইতে পারে ?

এইবার তাহারা গৌড়ীয় মঠের কি কি নিন্দা করে তাহার বিবরণ-------

১। গৌড়ীয় মঠের গুরুপরম্পরা নাই।

২। ইহাদের সিদ্ধপ্রণালী বা মঞ্জুরী ভজন নাই।

৩। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিজে নিজে সন্ন্যাস লইয়াছেন।

উত্তর---

শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ---- যিনি শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন এবং কৃষ্ণ মন্ত্রে দিক্ষাদি গ্রহন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হরিনাম ও কূর্ম্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বিপিন বিহারী গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপিন বিহারী গোস্বামী বাগনাপাড়ায় বংশীবদননানন্দ ঠাকুরের পরম্পরায় গোস্বামী

ছিলেন। এবং শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রী নিমাই চাঁদ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীবামদেব গোস্বামী, তাঁহার গুরুদেব শ্রী পরমানন্দ গোস্বামী, তাঁহার গুরুদেব শ্রী ঈশ্বরানন্দ গোস্বামী ইত্যাদি পরম্পরা রহিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ পরম্পরা শ্রীল প্রভুপাদ স্মরণ করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। কারন ঐসকল পরম্পরায় গোস্বামীগণ প্রায়ই শৈব, শাক্ত, মায়াবাদীগনের সহীত সম্বন্ধ না থাকায় ও তাহাদের সঙ্গ ক্রমে তাহাদের শুদ্ধভক্তি ধারায় ক্রম থাকে না। কিন্তু কুল গুরু হিসাবে মন্ত্র গ্রহণ সাধারণতঃ করে থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ প্রেম ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভাগবত পরম্পরা আদর্শ স্মরন করিতে হইবে। এই কারণে শ্রীল প্রভুপাদ শুক্রপরম্পরায় স্মরণ না করিয়া শুদ্ধ ভাগবত পরম্পরা স্মরনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য এবং মাধবেন্দ্র পুরী ঈশ্বর পুরী ও কবিরাজ

গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর ইত্যাদি পরম্পরা মজাজনগনের স্মরণ করা হয়। যেমন গৃহে ইলেকট্রিক লাইনে ভোল্টেজ কম থাকলে ভোল্টেজ বাড়াইবার জন্য স্টেবিলাইজার বসানো হয়, ঐপ্রকার ভাগবত পরম্পরা স্মরনের ব্যবস্থা শ্রীল প্রভুপাদ করিয়াছেন। তাহা কিন্তু শৌক্র পরম্পরা ন্যয় মন্ত্র পরম্পরা নয়। ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন বাবাজী সম্প্রদায় ভাবিল যে ইহাদের গুরু-পরম্পরা নাই। ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। তিনি যথায় তথায় প্রকাশ হইতে পারেন। তিনি স্বতন্ত্র স্বরাট। শুদ্ধ ভক্তি যেথায় প্রকাশ হন সেথা হইতেই পরম্পরা প্রকাশ হইবে। বাবাজীগণ যে পরম্পরার করার কথা বলেন তাহা কৃষ্ণ হইতে কিংবা মহাপ্রভু হইতে আসিয়াছে ? কিন্তু সকলেই দেখা যায় মহাপ্রভুর ভক্ত। আবার দেখা যায়, মাধ্বাচার্যের গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ। তিনি মায়াবাদী শাঙ্কর পন্থী সন্ন্যাসী, সেখানে কোথা হইতে বৈষ্ণব পরম্পরা আসিল ? কেশব ভারতী শঙ্কর পন্থী সন্ন্যাসী,

তাহার বৈষ্ণব পরম্পরা কোথায় ? বক্রেশ্বর পন্ডিতের গুরুদেব কে ? লোকনাথ গোস্বামীর গুরুদেব কে ? নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু কে ? এই সকল মহাপুরুষ হইতেই স্বতঃসিদ্ধ প্রেমভক্তি প্রকাশিত হওয়ায় ঐই স্থান হইতেই গুরু-পরম্পরা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে শ্রী বংশীবদননানন্দ ঠাকুরের ধারা বা বাগনাপাড়া গোস্বামী ধারা বা শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ধারা, এই দুই ধারা প্রবেশ করিয়াছে। আবার তিনি শ্রী গৌড়সুন্দরের নিত্য পরিকর। তাহা হইতে সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণীই ছিল-------- "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

-------এই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ---- শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ।

বাবাজী সম্পদায় ও প্রতিবাদ পত্র, দ্বিতীয়ভাগ

শুনা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মঠ ও বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ নাকি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণ যাঁহারা এই দুই মঠের বাহিরে সারা বিশ্ব প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা নাকি গুরু নন। ভুঁই ফোড় জারজ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন- শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ উপদেশকারীগণকে নিজে গুরু করিয়া গিয়াছেন-----------

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরও বলিয়ছেন----

"প্রান আছে যার সেহেতু প্রচার।"

অথএব ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদকে মানেন না। শ্রীল প্রভুপাদ কাউকে আচার্য্য করিয়া যাননি বা কাউকে নির্দেশ করিয়া যাননি। ইঁহারা নিজে নিজে গুরু হইয়াছেন।তাহলে অন্যান্য গুরুবর্গগণ কেন গুরু হইতে পারিবেন না?

ইহা নিশ্চয় মহাবৈষ্ণব অপরাধ ও হিংসা মৎসরতা নির্দেশ করিয়া থাকে ও ইহাতে বৈষ্ণবতা ও পূজ্যত্ব কি করিয়া থাকিতে পারে ভাবা যায় না। এই অপরাধ দ্বারা ধীরে ধীরে বৈষ্ণবতাবিরল হইয়া অবশ্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদের নিজগণ যাঁহারা প্রচারক তাঁহারা সকলেই অবশ্য গুরু ও আচার্য্য,

ইঁহাদিগের চরণাশ্রয় যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ বৈষ্ণব। এই সব যাহারা অস্বীকার করেন, তাহাদের সাধুত্ব ও বৈষ্ণবতায় প্রশ্ন চিহ্ন আছে?"

আধ্যাত্ম নিষ্ঠা ও জড় বঞ্চনা

ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে পথিকে ভুলায়। 'ক্ষণপ্রভা 'অর্থে ' বিদ্যুত্। ঘোর অন্ধকার নিশিতে বর্ষার মেঘে আরও অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিদ্যুত্চমকে ঈষত্ বিদ্যুত্ প্রভাবে ক্ষণিক আলো দান করিয়া পুনঃ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করিয়া থাকে। ঠিক সেইভাবে আমরা জড় চাকচিক্কে আমরা ক্ষনিক মোহিত হইয়া থাকি এবং তাহার পর আর কিছুই চিহ্ন থাকে না। পরম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকে গভীর দীনতার চিন্তা। যথা –সম্পদ বৃদ্ধির চিন্তায়। কেউ চেয়ে ফেলে তার ভয়! কিংবা অর্থ নষ্ট হয় চৌর্য্যাদির

দ্বারা। সৌন্দর্য্যে কুত্সিতার ভয় পাছে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তাহার জন্য শরীরের পিছনে লাগিয়া থাকে। আবার স্বাস্থে অস্বাস্থ্যের ভয়, দিবা রাত্র ঔষধ সেবন,পথ্য, তৈল, সাবানাদি সৌগন্ধ দ্রব্যাদির চেষ্টার মধ্যে মানসিকতায় অস্বাস্থ্য লাগিয়া থাকে।"

ক্রমশ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

সনাতনধর্মে অন্তিম সংস্কারের বিধি-নিষেধ

সমাধি

সনাতন ধর্মাবলম্বী আমাদের মৃত্যু হইলে সাধারণত আবহমান কাল ধরিয়া অগ্নি–সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে ইহা দেখা যাইতেছে যে কেহ কেহ 'মাটিতে' সমাধি দেওয়ার পক্ষপাত করিতেছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী ইহা কখনোই সকলের নিমিত্ত নহে।

ইহা বিশেষভাবে 'আচার্য্যে'র জন্য, যাঁহার বহু অনুগত শিষ্যাদি আছেন অতএব তাহাদের চিত্তের শূন্যতাকে পূরণ করিবার নিমিত্ত। শাস্ত্র কেবল মুক্ত-পুরুষদিগের জন্য এই নিয়ম অনুমোদন করিয়াছে।

কিন্তু এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন উঠাইতে পারেন যে-
---- তবে কি শুধুমাত্র 'আচার্য্যবর্গের' জন্যই এই নিয়ম? ইহার উত্তরে আর বিশ্লেষন করা হইতেছে যে, 'আচার্য্য' ব্যতীত একজন ত্রিদন্ডী সন্ন্যাসীকেও 'মাটিতে' সমাধি দিতে পারা যাইবে; যদি ইহা দ্রষ্টব্য হইয়া থাকে যে, তাঁহার দেহাভিমান, জাগতিক-অভিমান শূন্য হইয়াছেন; অথএব তিনি মুক্ত-পুরুষ। আর শাস্ত্র মুক্ত-পুরুষদিগের জন্যই একমাত্র এই নিয়ম দিয়াছে। যদি আমরা শাস্ত্রের বিধি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া আপন-বিধি-নিয়মাদি পালন করিতে যাই, তাহা হইলে কর্মের দোষ লাগিবে।

একজন সন্ন্যাসী, যাঁহাকে বাহ্যিক দর্শনে ত্রিদন্ডী-বেশ ধারনপূর্ব্বক পারমার্থিক জীবন ধারণে দেখা গেলেও; যদি কখনো তাঁহার অন্তরে কোন প্রকার দেহাভিমান অথবা কোন ভগবদ্-বহির্ভূত বিষয়ে আসক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে; তবে শাস্ত্রমতে তাহাকে কখনই একজন মুক্ত-পুরুষ হিসেবে গন্য করা যাইবে না। এহেন একজন দেহাভিমান শূন্য হওয়া না পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে যদি মাটিতে সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আরও অধঃপতন ঘটিবে বা দুর্গতি হইবে। অতএব এই বিধান সকলের জন্য নহে, বিশেষ করিয়া গৃহস্থের জন্য তো কিছুতেই নহে; কারণ গৃহস্থ সংসারাক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পর ঐ শরীরে সে একাত্ম হইয়া থাকে। যতদিন ঐ শরীরের অস্থিটি বর্তমান থাকিবে, ততদিন সে ঐ শরীরে বন্দি থাকিবে। ইহার ফলস্বরূপ তাহাকে অনন্ত দুঃখ পাইতে হইবে। অতএব সনাতন-ধর্মে সকল সাধারণের জন্য অগ্নি-সংকারের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কারন

মৃত্যুর পরবর্তীতে এই মোহময় দেহটি বর্তমান থাকিতে পারে না, অতএব আর দুর্গতি হইবার ভয় নাই; কারন এই দেহটি তো একটি মোহময় বস্তু; ইহার দ্বারাই তো যত-প্রকার আত্মতৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে।

আর শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শুদ্ধ-বৈষ্ণব, সাধুদিগের তথা মুক্ত-পুরুষদিগের জন্য সমাধির ব্যবস্থা আছে, যেমন জল-সমাধি, মৃত্তিকা-সমাধি ইত্যাদি। অতএব 'আচার্য্য' বা মুক্ত-পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহার সমাধি দেওয়া শাস্ত্র বিধি-নিয়মের বাইরে, যাহা একেবারেই উচিত নহে।

কীর্তন: প্রার্থনা

পিছনেতে দাবানল, পার্শ্বে সারমেয় দল,

সম্মুখে ব্যাধ জুড়িয়াছে বান।

অন্য পার্শ্ব ঘিরে জালে,   মৃগী বড় ভয়া কুলে,
মৃগে ডাকি চিন্তে পরিত্রাণ।।

পূর্ব্ব সুকৃতির বলে,   স্মরি মৃগী অন্তস্হলে,
কাঁদিয়া ডাকয়ে বনমালী।

পরিত্রাতা চক্রপাণী,   দাবানল প্রশমনী,
মহাশব্দে বর্ষে ঘনাবলী।।

বজ্রপাতে মরে স্বান্,   জাল ছিঁড়ে প্রভঞ্জন্
মরে ব্যাধ সর্পের দংশনে।

সর্ব্বাপদ মুক্ত মৃগী,   হলো সর্ব্বসুখভাগী,
সর্ব্ব সম্পদ গোবিন্দ স্মরণে।।

যাহারে রাখিবে, হরি কেবা তার আছে অরি,

যত–আপদ হইবে সম্পদ।

ডাক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, নাচ দুই বাহু তুলি,

হৃদে চিন্ত শ্রী মাধব পদ।।

হেন কৃষ্ণে ভাব নাই, পামর পতিত মুঁই

পতিত পাবন নাম ধর।

ভকতি কমল দাস সদামনে অভিলাষ

পদাশ্রয় দেহ গিরি–ধর ।।

সনাতনধর্মে অন্তিম সংস্কারের বিধি-নিষেধ শ্রাদ্ধ-কর্ম

অতঃপর আমাদের সনাতন-ধর্মে 'শ্রাদ্ধ-প্রক্রিয়া' বা শ্রাদ্ধের বিধি-নিয়মাবলীর উপর আলোকপাত করা যাক! একজন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাহার বহু আশাকামনা থাকিয়া যায়, এবং মৃত্যুর পূর্বে সেইগুলি ভোগ করিবার জন্য স্থূল শরীরটি বর্তমান থাকে; কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তীতে কেবল সূক্ষ্মশরীর (মন, বুদ্ধি, অহংকার) থাকিয়া যায়; ঐ জড় দেহটি অবর্তমান থাকে। 'সূক্ষ্ম-মন' দ্বারা কখনও 'স্থুল-বিষয়' ভোগ করা যাইতে পারে না। অতএব অশৌচ মুক্ত হইলে, সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগনকে দান ও সাধারণ ব্যক্তিগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলে আত্মার তৃপ্তি সাধন হইয়া

থাকে। ঐ কারণে যাহাদের জ্ঞান ও সংস্কার যত উন্নত হইবে, তাহাদের শুচি ততো শীঘ্রই হইবে; অর্থাৎ সব শোক চলিয়া গেলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই শোক, জ্ঞান ও ধৈর্য্যাদির দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় মতে ব্রাহ্মণের জন্য দশম দিবসে ঘাট-খেউরি, একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ-কর্ম, দ্বাদশ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন। ক্ষত্রিয়ের জন্য দ্বাদশ দিবসে ঘাট-খেউরি, ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ-কর্ম। বৈশ্যের জন্য ষোড়শ দিবসে ঘাট-খেউরি, সপ্তদশ দিবসে শ্রাদ্ধ-কর্ম। শুদ্রের জন্য ত্রিংশত দিবসে ঘাট-খেউরি, একত্রিংশত দিবসে শ্রাদ্ধ-কর্ম আর অন্ত্যজদিগের অর্থাৎ তফশিলিগনের জন্য চত্বারিংশত দিবসে ঘাট-খেউরি,

একচত্বারিংশত দিবসে শ্রাদ্ধ-কর্ম। এই সকল ছিল শাস্ত্রীয় নিয়মাবলী। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান সমাজের মানুষ বড়ই অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ কারণে কাহার প্রতি মায়ামোহাদি অনুভব নাই, যাহার কারণে শোকাদি বলিয়াও কিছুই নাই এবং মনুষ্যগনের মধ্যে পরলোক ভাবনা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। বেশিরভাগ মানুষই পরলোক বিশ্বাস করে না। বিবাহাদির বিশ্বাস সম্পর্ক বোধাদি ও তাহার নিমিত্ত কর্তব্য কিছু মাত্র জ্ঞান বা কৃত্য বলিয়া মনে করে না। ঐ কারণবশতঃ ইহাদের শৌচ বা অশৌচ বলিয়া কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। এই সমস্ত কারণের জন্য ইহা স্বীকার করা

যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-ব্যবস্থায় সঠিক। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে, বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ-কর্ম বলিয়া কিছু নাই। কোন বৈষ্ণব মহাত্মার দেহান্ত হইলে, আপন সামর্থ্য অনুযায়ী, যেকোনো দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ অর্পিত করিয়া অতঃপর বৈষ্ণব সেবাদি, প্রণামী ও বস্ত্রাদি দান করিলেই উত্তম বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ সমপন্ন হইয়া থাকে।

প্রেত-শ্রাদ্ধ অবশ্যই থাকিবে, তবে তাহা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে।আত্মহত্যাকারীর কোন অশৌচ ধারন বা শোক শবদাদি যাহারা পালন করিবেন তাহাদিগের প্রত্যেককে 'আত্নহত্যা' পাপের ভাগ লইতে হইবে।আত্মহত্যাকারীর

জন্য এক বৎসর কোন পারলৌকিক কার্য্য নিষিদ্ধ। এক বৎসর পর মৃত্যু দিবসে 'কুশপুত্তুল' নির্মাণ করিয়া, ঐ দিনে দাহ করিয়া; অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধ দিয়া দিতে হইবে। তবে তাহা স্ব-বর্ণানুযায়ী নিয়মাদি পালন করিতে হইবে। তবে গয়া ধামে 'শ্রাদ্ধ' দিলে তবেই সে 'প্রেত' মুক্তি হইবে নতুবা মুক্তি হইবে না।

আজকাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মঠ মন্দিরে, অভক্ত, জাগতিক মৃত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধ-কর্ম সমপন্ন করা হইতেছে। ইহা বড়ই অবৈধাচার, কারন মঠ মন্দির, ভগবৎ-ভজন ও ভগবৎ-সেবার এমন

পবিত্র স্থানটি, কখনোই 'শ্রাদ্ধবাড়ী' হওয়া উচিত নহে।

এইখানে এই বিষয়ে কিছু বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে, যখন মৃতকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করা হইবে, তখন সে আসিয়া মঠের যাবতীয় প্রস্তুত খাদ্য-দ্রব্য সকল খাইয়া ফেলিবে এবং ঐ উচ্ছিষ্ট দেবতাগনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করিবেন ও নিজেরা তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকিবেন তো ইহাতে কি কারও শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি থাকিবে! কারন একজন জাগতিক ইন্দ্রিয়তোষামোদ কারী ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দিবসে যখন তাহাকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করা হইল, অতঃপর সে ব্যক্তি কখনোই

নিবেদিত প্রসাদের অপেক্ষা করিবেন না। কেন না সে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় কখনও প্রসাদের সম্মান করেন নাই। সারা জীবন ধরিয়া নানাপ্রকার কুখাদ্য আমিষাদি ভক্ষন করিয়াছে। আর এই বিষয়টি বিস্মৃতি হওয়া উচিত নহে যে, মৃত্যুর পরবর্তীতে তাহার সেই স্বভাব-রুচি থাকিয়া যাইবে যাহা তিনি সারাজীবন ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন এবং ঐ অবস্থায় তাহার পক্ষে ভালো বা মন্দ বিবেচনা করিবার জন্য মস্তিষ্ক নাই কারন তাহা অগ্নি-সংস্কারে পুড়িয়া গিয়াছে। অথএব এহেন অবস্থায় সেই মৃত ব্যক্তি মঠের যাবতীয় বস্তু ভক্ষণ করিবেন তাহাই প্রেত-উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইবে। এবং একজন

জাগতিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ শাস্ত্রীয় মতে স্মার্ত বিধি নিয়মেই ব্রাহ্মণ দ্বারা পালিত হইবে।

শ্রীগুরুবর্গের মুখারবৃন্দ হইতে, শাস্ত্রে এ ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত শ্রবন করা হইয়াছে•••••••••••

"একসময় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গৃহেতে বৈষ্ণব-সেবা হইয়াছিল। তো সেই প্রসাদ বিড়াল দ্বারা বার্হিত হইলে, তাহা পাশের গৃহের কোন এক চাষীর বধূ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলে তাহার শ্রীভগবানে প্রেম উদিত হইয়াছিল। তারপর তাহাকে ঐ শ্রাদ্ধভোজী যজমান ব্রাহ্মণ গৃহের অগ্র

আনিয়া খাওয়াইতেই তাহার প্রেম সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেল।"

অতএব কোনও বৈষ্ণবের পক্ষে ঐ প্রেত-শ্রাদ্ধ-কর্ম করা উচিত নহে ও দ্বিতীয়তঃ প্রেত-উচ্ছিষ্ট বা শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণ করিয়া একজন সাধুর পক্ষে কি করিয়া সম্ভব তাঁর 'সাধুত্ব' বজায় রাখা? এতে কি সাধুর 'সাধুত্ব' থাকিবে?

ইহা ভাবা যায় না যে, একই শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট বাসন, বস্ত্রাদি, নৈবেদ্য বারংবার পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা ইহা পিতৃপুরুষদিগকে অবমাননা করা হইয়া থাকে। অতঃপর শ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট অপবিত্র

অর্থ দ্বারা মঠ মন্দিরে ভগবৎ সেবা কি করিয়া হইতে পারে! ইহা ভাবা যায় না। তদুপরি একজন কৌপীন-বস্ত্র ধারনকারী সাধুগন ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া তাঁর পক্ষে কি করিয়া সম্ভব পরমার্থ লাভ করা? এই সকল অনাচার সাধন চাইতে বৈধভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে সংসার করিয়া পিতামাতার সেবা করিলে অনেক লাভবান হইবেন বা পরমার্থ অনুশীলন করিতে পারিবেন। বৃথা মঠ মন্দিরে থাকিয়া পাপান্ন ভোজন ও পাপকার্য্য করিয়া কি ফল?

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে-----

'পৌরহিত্য' অতিশয় নিন্দিত কার্য্য, যাহা একজন সদ্ ব্রাহ্মণ কখন করেন না। বিশেষতঃ প্রতিগ্রাহিতা সকলেই নিন্দা করিয়া থাকেন। তদুপরি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া 'পৌরহিত্য' কর্মকাণ্ডীয় বিষয়, অতএব ইহা নিশ্চয়ই নিন্দিত। ত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাবৃত্তি ই ধর্ম। ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্তমানে যে সন্ন্যাসীরা লক্ষ লক্ষ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তো ইহার উত্তর হইল যে; ইহা ঠিকই কিন্তু তাহা কেবল কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত; কখনই প্রতিগ্রাহী হইবার জন্য নহে। নিজের উদর পূরণ একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নির্বাহ করিবেন। শিষ্যের

প্রদত্ত অর্থ ও অন্নাদি দ্বারা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-সেবা করিবেন।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা তে বর্ণিত আছে•••••••••••

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।

২/২৩

অনুবাদ :--- এই আত্মাকে শস্ত্রাদি ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না; জল সিক্ত করিতে পারে না; এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

অতএব আমরা শ্রীমদ্ভগবতের এই শ্লোকের দ্বারা অবগত হইতে পারি যে, আত্মাকে পুড়ানো যায় না বা আত্মার মৃত্যু নাই, দেহটা সর্বদাই মৃত। আমরা সর্বদা লোককে এই উপদেশ দিয়া থাকি, তাহাহইলে আমরা অজ্ঞের ন্যায় কাহার শ্রাদ্ধ দিতেছি, ইহা ভাবা উচিত! আমরা মুখে এক কথা বলি, আর কার্য্যে অন্যকিছু করিয়া থাকি।আমাদিগের এইরূপ আত্মা-বঞ্চনা না করাই উচিত। যদি ভিক্ষার দ্বারা মঠ-মন্দির না চলিয়া থাকে, তবে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত! কিন্তু বৃথা আত্ম-বঞ্চনা, লোক-বঞ্চনা না করাই ভালো! ভিক্ষা না করিয়া কেহই সাধু হইতে

পারিবে না। 'দৈহিক-অহং' ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত ছাড়ানো যাইবে না। কেবলমাত্র 'সাধু-বেশ' ধারনের দ্বারাই নিষ্কিঞ্চন-সাধু হইতে পারা যায় না। আর 'নিষ্কিঞ্চন' না হইলে কখন কৃষ্ণ-ভক্তি হইবে না।আমাদের শ্রীল প্রভুপাদও কখন এরকম শ্রাদ্ধ-কর্ম মঠ মন্দিরে করার নিয়ম শুরু করেন নাই বা তাঁহার শিষ্যদিগকেও নির্দেশ দেন নাই। অতএব শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পথ অনুসরণ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র ধর্ম।

হরেকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ,

মিঠাপুকুর রোড, বর্ধমান

চলভাষ: ৯৪৩৪২১৬৮৬৭